দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 1 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একটি মহলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কুড়িগ্রাম মজিদা আদর্শ কলেজের অস্তিত্ব বিলীনের পথে

কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা ঃ একটি মহল বিশেষের কোটারী স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কুড়িগ্রাম শহরের মজিদা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অস্তিত্বই বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। বিগত ১ বছর ৪ মাস থেকে পূর্ণাঙ্গ কোন গভর্নিং বডি নেই। এডহক কমিটি দফায়-দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে কলেজটি পরিচালনা করলেও বিগত প্রায় ৫ মাস থেকে তারও কোন বৈধতা নেই। কারচুপি করে মাঝে একটি সাজানো গভর্নিং বডির নির্বাচনের চেষ্টা করা হলেও আদালতের আদেশে তাও ভেস্তে গেছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী অংশের বেতন-ভাতা মার্চ/০৩ মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে কলেজটির অধ্যক্ষ এখন নামমাত্র কলেজে হাজিরা দিয়ে লুকোচুরি খেলছেন।

অভিযোগে জানা গেছে, মজিদা আদর্শ ডিগ্রী কলেজটি বিগত ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে একটি মহলের তালুবন্দি হয়ে পড়ে। এই মহলের অতি পেয়ারের অধ্যক্ষ তাদের অঙ্গুলি হেলনে কলেজটিকে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে। কলেজটি ১৯৮৮ সালের দিকে এমপিওভুক্ত হয়। এরপর ১৯৯০ সালের পর থেকে কলেজটির সার্বিক অবস্থা বেহালের দিকে হেলে পড়তে শুরু করে। অবকাঠামোগত উন্নতি ঘটলেও 'নকলের স্বর্গরাজ্য' বলে পরিগণিত হওয়ায় এক সময় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অভাবনীয় আকার ধারণ করে। প্রশাসন নকলের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিলে কলেজটির ছাত্রছাত্রী আবার হঠাৎ করে উবে যায়।

এদিকে কলেজটির পরিচালনা কমিটি নিয়ে নানান জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এর অস্তিত্বই এখন হুমকির মুখে। সর্বশেষ গঠিত পূর্ণাঙ্গ গভর্নিং বডির মেয়াদ বিগত ২০০১ সালের ১৯ নভেম্বর শেষ হয়। কিন্তু একটি মহল বিশেষের নির্দেশে অধ্যক্ষ পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ গভর্নিং বডি গঠনের ব্যবস্থা না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ছয় মাস মেয়াদের একটি এডহক কমিটি অনুমোদন করে নিয়ে আসে। তাজুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই এডহক কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন। ৫ জনের মধ্যে একজন চৌধুরী সফিকুল ইসলাম। এই এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হলে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে আবারো ৬ মাসের মেয়াদ বাড়িয়ে আনা হয়। এরপর বর্ধিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪০ দিন আগে একটি ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরী করে অতি সংগোপনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। জনৈক আব্দুল বারী নামক একজন অভিভাবক এই নির্বাচন-এর ওপর আদালতে মামলা দায়ের করলে জজ নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এমতাবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এডহক কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা নতুন কমিটি অনুমোদন প্রদান না করায় কার্যত কলেজটিতে বর্তমানে কোন গভর্নিং বডি নেই। অপরদিকে কলেজটিতে বৈধ কোন গভর্নিং বডি না থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়ে অধ্যক্ষ বেআইনীভাবে চুপিসারে তিন মাসের বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে এলে তারা মার্চ/০৩ মাসের বিল প্রদানে অপারগতা জানায়। এ নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলে অধ্যক্ষ অবস্থা বেগতিক দেখে কলেজটিতে অনির্ধারিত ৪ দিনের ছুটি দিয়ে বন্ধ ঘোষণা করেন।

পাশাপাশি, কলেজটির গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে শুরু হয়েছে মাত্রাহীন রশি টানাটানি। অভিভাবকসহ স্থানীয় জনমত সভাপতি হিসেবে এডভোকেট ইদ্রিস আলীর পক্ষে হলেও এলাকায় নিয়মিত অবস্থান না করলেও তাজুল ইসলাম চৌধুরী এমপি সভাপতি হওয়ার জন্য জোড় লবিং চালাচ্ছেন। অধ্যক্ষ লিখিতভাবে তাজুল ইসলাম চৌধুরীর পক্ষাবলম্বন করেছেন বলে জানা গেছে।